আলমডাঙ্গায় বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অভিযান

মাহে রমজান উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলার আসমানখালী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ সময় পঁচা খেজুর বিক্রি ও নানা অনিয়মের জন্য তিন প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মাহে রমজান উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের গুণগত মান ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের নিয়মিত বাজার মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই অভিযান করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন জনাব আবদুল্লাহ আল নাঈম, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা।

অভিযানে বাজারের বিভিন্ন ফল ও মুদি দোকান তদারকি করে পণ্যের মান, মূল্য তালিকা ও মেয়াদ যাচাই করা হয়।

মেসার্স মিলন ফল ভান্ডার পঁচা খেজুর বিক্রির জন্য ৫,০০০ টাকা জরিমানা ও পঁচা খেজুর জব্দ। মেসার্স রিমি ভ্যারাইটিজ স্টোর মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সংরক্ষণের অপরাধে ৩,৫০০ টাকা জরিমানা। মিজান স্টোর মূল্য তালিকা না থাকার জন্য ১,৫০০ টাকা জরিমানা।

জরিমানা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আদায় করা হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, রমজান মাসজুড়ে বাজার মনিটরিং অব্যাহত থাকবে এবং জনস্বার্থবিরোধী যেকোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয় সচেতন মহল প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নিয়মিত নজরদারি থাকলে বাজারে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং সাধারণ ক্রেতারা নিরাপদ ও ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারবেন।

দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের মূল লক্ষ্য- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের মূল লক্ষ্য। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালে বিশ্বে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।

এ সংকটের প্রভাব যেন বাংলাদেশের ওপর না পড়ে সে লক্ষেই সরকার কাজ করছে। শিক্ষার্থীরা এখন সুন্দর থেকে সুন্দরতম স্কুলে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে সেটা শুধু মাত্র সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও এই সরকারের উন্নয়ন মূলক উদ্যোগের কারণে। এই সাড়ে ১৩ বছরে বিদ্যালয় গুলোতে আমরা ব্যাপকভাবে উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছি।

গতকাল শনিবার দুপুরে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আর্সেনিক ও আয়রনমুক্ত পানির স্থাপনা উদ্বোধনের শুরুতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে এসব কথা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বের প্রতিটি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতেও অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়ে গেছে। এ অবস্থায় দেশের মানুষের জীবনমান ধরে রেখে যেকোনো সমস্যা মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যেতে চায় সরকার।

তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিশ্বে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। তেলের দাম কিভাবে কমিয়ে আনা যায় তা নিয়ে কাজ করছে সরকার। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এরই মধ্যে সরকার করোনাকে সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সরকার সব প্রতিকূলতা জয় করে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এছাড়াও বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল

আলম, ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশের সিইও ডাক্তার হাসিব মাহমুদ,মেহেরপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো: আক্তারুজ্জামান।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী ফিতা কেটে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আর্সেনিক ও আয়রনমুক্ত পানির স্থাপনার উদ্বোধন করে দোয়া মোনাজাতে অংশ নেন।

মেহেরপুরে নিত্যপণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস

মেহেরপুরে বেড়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে চাল, ডাল, তেল, চিনি ও আটার দাম। নিম্ন আয়ের মানুষদের এই বাজার দরে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। প্রতিটি নিত্যপণ্যের দাম গত মাসের থেকে ১০ থেকে ১৫ টাকা বেড়ে গেছে।

মেহেরপুরের বাজার ঘুরে দেখা গেছে, সব ধরনের চালের দামই কেজিপ্রতি ১০ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। চালের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে খোলা ও বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম। বেড়েছে মাঝারি ও ছোট দানার মসুর ডালের দাম। আটার দামও কেজিতে ৮ থেকে ১০ টাকা বাড়তে দেখা যায়। আর চিনির দাম পাইকারি বাজারে কেজিতে ৬ টাকা বেড়ে ৭৯ টাকা হয়েছে।

বাজার পরিদর্শন করে দেখা গেছে, এক মাস আগে খুচরা বাজারে মিনিকেট চালের দাম ছিল ৬০ টাকা কেজি, আজ হয়েছে ৬৬ টাকা। বাসমতি চালের দাম ছিল প্রতি কেজি ৬৮ টাকা, এখন ৭৪ টাকা। মোটা চাল প্রতি কেজি ৩৮ থেকে ৪৪ টাকা হয়েছে।

এক মাস আগে খোলা সয়াবিন তেলের দাম ছিল ১৭০ থেকে ১৮২ টাকা লিটার, বর্তমানে লিটার প্রতি দাম বেড়ে ২০৫ থেকে ২১০ টাকা হয়েছে। আগের মাসে ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকার পাম সুপার তেল দাম বেড়ে ১৬৫ থেকে ১৭২ টাকা হয়েছে।

খোলা চিনির দাম এখন ৭৯ থেকে ৮০ টাকা প্রতি কেজি। প্রতি কেজি মসুরির ডাল ১০ থেকে ১২ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে বিক্রি হচ্ছে ১২০ থেকে ১২২ টাকাই। মটরের ডাল কেজিতে ২০ টাকা বেশি দরে বর্তমানে ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজার গুলোতে ঘুরে দেখা যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে লবণ কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকায়, জিরা বিক্রি হচ্ছে ৪৪০ টাকা কেজি দরে, ৫০ গ্রাম হলুদ গুঁড়া ২৮ থেকে ৩০ টাকা এবং ১ শত গ্রাম ৬০ থেকে ৬৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ১ শত গ্রাম ঝালের বাজার দর ৬০ থেকে ৬৫ টাকার মধ্যে। এছাড়াও শুকনো খাবার মুড়ির দাম ৪০ থেকে ৬০ টাকার মধ্যে এবং চিড়া কেজিতে ৬০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের হোটেল বাজারে বাজার করতে আসা ক্রেতা মোঃ মানিক বলেন, আমাদের আয় কম, কিন্তু জিনিস পত্রের খরচ অনেক। আয়ের সঙ্গে ব্যয় মেলাতে পারছি না। জিনিসপাতির দাম তো বাড়তেই আছে। সামনে যে কি হবে সেটাই বুঝতে পারছি না।

মোঃ জুয়েল আহমেদ বলেন, দিন দিন সব কিছুই দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে চলতে থাকলে আমরা সংসার কিভাবে চালাবো? যে ময়দা আগে ৩০ টাকা ছিলো এখন তা ৪১ থেকে ৫০ টাকাই চলে গেছে। আর চাল,ডাল,তেল দাম তো বাড়ছেই।

মুদি ব্যবসায়ী অন্তর সাহা জানান, চালের দাম বস্তাপ্রতি (৫০ কেজি) ২০০ টাকা বেড়েছে। চালের আমদানি কোনো কমতি নেই, টাকা দিলেই চাল পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা জিনিস আটকিয়ে রেখে দাম বাড়াচ্ছে।